বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুবদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন- যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) জাতির পিতার অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল যুবদের বর্তমান সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে করে গড়ে তোলার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের সরকার ২০১৮ সালে "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন" প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ অনুমোদন করেছি। আমাদের সরকারের লক্ষ্যই হলো অনানুষ্ঠানিক কাতের বিপুল শ্রমশক্তি এবং স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে মূলধারার শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণে যেমন কিছু কিছু কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে, তেমনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত নতুন পেশা চিহ্নিত করে মানসম্পন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে এনএসডিএ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম, দক্ষতা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। যুবদের গুণগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশে-বিদেশে শোভন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন করতে হবে, যা আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত এনএসডিএ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। তাছাড়া, চাহিদার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

আমি মনে করি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অংশীজনকে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। আমি এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা নির্মাণের আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে উপজীব্য করে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অদম্য ও অনুসরণীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। দ্রুত উন্নত দেশে উত্তরণের জন্য তিনি গ্রহণ করেছেন রূপকল্প ২০৪১। চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক পেশার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের যুব সমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এর সুবিধা গ্রহণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী দক্ষতা প্রশিক্ষনের নিমিত্ত অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন এনএসডিএ-এর মূল কার্যক্রমের অংশ। এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণয়ন করা হয়। দক্ষতা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে অনুমোদন প্রদান, অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা ও সনদায়নসহ দক্ষতা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন এ পোর্টাল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

চাহিদা ও পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতা উন্নয়নে সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ, স্কিলস গ্যাপ নির্ণয় এবং স্কিলস ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠায় গবেষণা পরিচালনার বিষয়েও এনএসডিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরে এনএসডিএ তথ্যবহুল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজন এনএসডিএ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও উপকৃত হবেন বলে আশা করি ।

আমি এনএসডিএ-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান বিশ্বে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও দ্রুত পরিবর্তনের কারণে পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি এবং কিছু কিছু পেশার অবলুপ্তির চলমান প্রক্রিয়ার কারণে দক্ষতা প্রশিক্ষণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন পেশায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারূপ করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তার দিকনির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র তথা স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছেন। দক্ষতা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এনএসডিএ দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বের শ্রমবাজারের সাথে তাল মিলিয়ে যুবদের উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা পেতে দেশের কর্মক্ষম যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদাসম্পন্ন পেশায় দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এ-সকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনএসডিএ প্রতিষ্ঠার পর হতে দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অনুমোদন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পেশার চাহিদার ভিত্তিতে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস), কোর্স এক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (ক্যাড) এবং কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম) প্রণয়ন করছে এবং নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

আমি আনন্দিত যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। গত অর্থবছরে এনএসডিএ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন

উপক্রমণিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। সে-কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এনএসডিএ কাজ করছে।

প্রযুক্তির ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির ফলে পেশার সংকোচন ও নতুন পেশার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে নতুন পেশা চিহ্নিত করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে এনএসডিএ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এছাড়া, প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম, দক্ষতা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় এনএসডিএ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দেশের যুবসমাজের একটি বড় অংশ প্রশিক্ষণ ছাড়াই দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থেকে উপার্জন করছেন। দীর্ঘদিন কাজে সম্পৃক্ত থাকায় তারা সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু দক্ষতা প্রশিক্ষণহীন এ-সকল কর্মীদের দক্ষতার কোনো সনদ না থাকায় তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের মাধ্যমে উন্নততর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং অধিকতর উপার্জন করার বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২-এর আলোকে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। অপরদিকে. ছয় স্তর বিশিষ্ট জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো (এনএসকিউএফ) বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (বিএনকিউএফ)-এর সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। এনএসকিউএফ প্রবর্তনের ফলে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে উচ্চতর শিক্ষার সাথে সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ঘটবে।

এনএসডিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ডিজিটাইজ করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (www.skillsportal.gov.bd) চালু হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৬টি মডিউলের মধ্যে ইতোমধ্যে অধিকাংশ মডিউল চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণার্থীর সনদসহ বিস্তারিত সকল তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট খাত ও উপখাতে নিয়োজিত কর্মীদের আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং কার্যক্রমে এনএসডিএ-কে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council: ISC) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৬টি আইএসসি গঠন করা হয়েছে।

পাশাপাশি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫৪টিসহ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫০৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬৮টি প্রতিষ্ঠানে ২৫৬৯টি কোর্সের অনুমোদন ও ৩৪০টি প্রতিষ্ঠানে ১৯৮৯টি কোর্সের অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এনএসডিএ হতে ২০৭টি দক্ষতামান ও ২০৭টি কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, ৬৭টি যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, ৮৫টি কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং মেটেরিয়াল (সিবিএলএম) প্রণীত হয়েছে। এনএসডিএ-এর নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে

৬০১২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ৪২১২ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন। ১৩৫৮ জন ট্রেইনার ও ট্রেইনার অ্যাসেসর নিয়ে পুল গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেই প্রথমবারের মতো জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল হতে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনএসডিএ-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমুহ হতে আবেদন আহবান করা হয়েছে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এনএসডিএ সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম মানবসম্পদ তহবিল কোম্পানি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। যোগ্যতম প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ন করার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ আরও জনপ্রিয় করা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উজ্জীবীত করে তোলা হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা এবং এ প্রকাশনার জন্য তাঁর প্রেরিত বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। অধিকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সার্বিক নির্দেশনা এনএসডিএ-এর পথ পরিক্রমা সহজ করে দিয়েছে। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এনএসডিএ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মচারীগণ ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করেছেন। প্রশাসন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশে একাগ্রচিত্তে কাজ করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

নাসরীন আফরোজ
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

সম্পাদকীয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে কাজ করছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার অর্ধ শতকে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অনুকরণীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় সতেরো কোটির বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ভোগ করছে। যথাযথভাবে এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ইপ্সিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। দেশের এ কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হলে তারা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করে নিতে পারবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হবে। আর সেই লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

অপরদিকে, এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ টিএপিপির আওতায় প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০২২ বাস্তবায়ন, একীভূত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়, গবেষণা পরিচালনা এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তিসহ (Mutual Recognition Agreement: MRA) বেশকিছু কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এনএসডিএ-এর চারটি উইং-এর সম্পাদিত কার্যক্রম একীভূত করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, এনএসডিএ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ প্রকাশনা অংশীজন, গবেষক এবং সংশ্লিষ্টদের কাজে লাগবে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সার্বক্ষণিক তদারকি এবং নির্দেশনা দিয়েছেন এনএসডি-এর সম্মানীত নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব নাসরীন আফরোজ মহোদয়। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এনএসডিএ-এর সম্মানীত সদস্যবর্গ প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রকাশনার জটিল কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও, খসড়া তৈরি, বিভিন্ন উৎস হতে ছবি সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মীগণ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যউপাত্ত সংগ্রহকালীন ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুদ্রণজনিত প্রমাদসহ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি।

কামরুন নাহার সিদ্দীকা
সদস্য, এনএসডিএ
ও
অতিরিক্ত সচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

সার্বিক তত্ত্বাবধান

নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএ

সম্পাদক

কামরুন নাহার সিদ্দীকা, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিএ

সহযোগী সম্পাদক

মুসরাত মেহ্ জাবীন, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), এনএসডিএ

বেগম আলিফ রুদাবা, সদস্য (যুগ্মসচিব), এনএসডিএ

মোঃ জোহর আলী, সদস্য (যুগ্মসচিব), এনএসডিএ

সম্পাদনা সহকারী

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, পরিচালক, এনএসডিএ

মোঃ কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক, এনএসডিএ

শব্দ সংক্ষেপ

এপিএ (APA)	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)
বিএনকিউএফ (BNQF)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualification Framework)
বিটিইবি (BTEB)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board)
সিএডি (CAD)	কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্ট (Course Accreditation Document)
সিবিসি (CBC)	কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (Competency Based Curriculum)
সিবিএলএম (CBLM)	কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (Competency-Based Learning Material)
সিওই (COE)	সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স (Centre of Excellence)
সিএস (CS)	কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)
জিওবি (GoB)	গর্ভনমেন্ট অব বাংলাদেশ (Government of Bangladesh)
আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labour Organization)
আইএসসি (ISC)	ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (Industry Skills Council)
কেপিআই (KPI)	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator)
এলডিসি (LDC)	স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country)
এলএমআইএস (LMIS)	লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (Labour Market Information System)
এমআরএ (MRA)	পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (Mutual Recognition Agreement)
এনএইচআরডিএফ (NHRDF)	জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund)
এনজিও (NGO)	নন-গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন (Non-Government Organization)
এনএসডিএ (NSDA)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (National Skills Development Authority)
এনএসডিসি (NSDC)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skills Development Council)
এনএসডিপি (NSDP)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (National Skills Development Policy)
এনএসপি (NSP)	ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal)
এনএসকিউএফ (NSQF)	ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (National Skills Qualification Framework)
পিআইসি (PIC)	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (Project Implementation Committee)
পিএসসি (PSC)	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee)
কিউএ (QA)	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (Quality Assurance)
আরপিএল (RPL)	পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning)
এসটিপি (STP)	স্কিলস ট্রেইনিং প্রোভাইডার/দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Skills Training Provider)
টিভিসি (TVC)	টেলিভিশন কমার্সিয়াল (Television Commercial)
টিএপিপি (TAPP)	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal)
টিভিইটি (TVET)	কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education & Training)